বিষয়বস্তুঃ হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জনের ফযীলতঃ

রজব মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৩ রজব ১৪৪৫ হিজরী, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা !

আজ রজব মাসে ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জনের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমাদের উপর নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত যেমন ফরয, অনুরূপ ভাবে হালাল রুযী সংগ্রহ করাও ফরয। মু'জামে আউসাতের ৮৬১০ নম্বরে সাহাবী আনাস (রযি)

হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“হালাল রুযী সংগ্রহ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপরিহার্য। ” আমাদের প্রত্যেকের জীবন-যাপন, তথা খাদ্য-খোরাক, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন। আর আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে তা সংগ্রহ করেও থাকি। আল্লাহ তায়ালা এই অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা আমাদের উপর ফরয করেছেন। অনেকেই মনে করে যে, অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা কেবল একটি জাইয বা বৈধ কাজ। এর জন্যে পরকালে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এটা ভুল ধারণা। হালাল পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন কারীর জন্য অনেক ফযীলত রয়েছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার ২২১৮৬ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা (রযি)হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন সম্পাদন ও নিজের

পাড়া প্রতিবেশির প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে হালাল পন্থায় দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে।

আর শুআ'বুল ঈমানের ১২৩৭ নম্বর হাদীসে ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ اللهَ يُحِبَّ المؤمِنَ المُحتَرِفَ

"জীবিকা অর্জনে চেষ্টাবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভাল বাসেন।"

মু'জামে আওসাতের ৭৫২০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ أَمْسَى كالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

"জীবিকা অর্জনের জন্য ক্লান্ত শ্রান্ত ব্যক্তির গোনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন।"

তবে মনে রাখতে হবে, এ ফযীলত তাদের জন্য, যাদের মধ্যে দু'টি শর্ত পাওয়া যাবে। (১) হালাল পন্থায় উপার্জন

করবে। (২) আয় রোজগারের জন্য নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতসমূহ ছাড়বে না। আর যারা ফরয-ওয়াজিব ইবাদত ছেড়ে দিয়ে অর্থ-সম্পদ হাসিল করে, কিংবা হারাম পন্থায় উপার্জন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন।

ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত উপাসনার ছেড়ে যাবে এমন অবস্থায় রুযী রোজগার করা জাইয নেই। এ সম্পর্কে আমরা সূরা জুমাআর শেষ রুকুটি লক্ষ্য করিঃ এ রুকূতে মোট ৩ টি আয়াত রয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জুমাআর দিন জুমাআর আযান হলে নামাযের প্রস্তুতি করা ওয়াজিব করেছেন এবং বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।

আর দ্বিতীয় আয়াত, যেটা সূরা জুমুআর ১০ নম্বর আয়াত, তাতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“নামায পড়া হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (ধন-সম্পদ) সন্ধান কর। আর

যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার, তার জন্য আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর।” এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, জুমুআর আযান হওয়ার পর থেকে নামায সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা ইত্যাদি যা নাজাইয ছিল, নামায সমাপ্ত হওয়ার পর সেসব জাইয হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা এখন কেনাবেচা ইত্যাদি রুযীর সন্ধানে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়।

আর এ সূরার শেষ আয়াতে একদল সাহাবা যারা জুমুআর খুতবার সময় খুতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বিষয়টি এই যে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমাআর নামাযের পর খুতবা দিচ্ছিলেন। তফসীরে ইবনে কাসীরে লেখা আছে, এটা সেই সময়ের কথা, যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমাআর নামাযের পরে জুমাআর খুতবা দিতেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে হাযির হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে কাফেলার আগমনের সংবাদ দেওয়া

হয়। এ কাফেলাটি ছিল হযরত দিহয়া ইবনে খলফ কলবীর তিনি তখন পর্যন্ত ঈমান আনেন নি। পরে ঈমান এনেছেন। তার কাফেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত।

এ কাফেলা আগমনের সময় মদীনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব ছিল। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের জানা ছিল না যে, খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। আর তাঁরা মনে করছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না। তাই কাফেলার আওয়াজ শুনে অনেক সাহাবায়ে কেরাম মসজিদ থেকে বের হয়ে বাজারে চলে যান এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বার জন সাহাবা মসজিদে থেকে যান। সাহাবীদের এ ভুল পদক্ষেপের নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা সূরা জুমাআর শেষ আয়াতে বলেছেনঃ হে নবী আপনি বলুন, আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে, তা

খেলা-তামাশা ও ব্যবসা থেকে উত্তম। আর আল্লাহ তায়ালা উত্তম রুযী দাতা।

যাইহোক, সূরা জুমুআর শেষ তিন আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, এমন ভাবে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা যাবে না, যার কারনে ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতে ঘাটতি হয়।

শ্রোতামণ্ডলী ! অর্থ-সম্পদ উপার্জনের অনেক মাধ্যম আছে। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস, মজদূরী, চাকরী ও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ ইত্যাদি। অর্থ উপার্জনের সব মাধ্যমের মধ্যে ফযীলত রয়েছে। তবে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও চাষের ফযীলত ও গুরুত্ব অনেক বেশি।

ব্যবসার ফযীলতঃ

বিশিষ্ট তাবিয়ী আমির শা'বী (রহ) বলেছেনঃ "অর্ধেক রিযিক ব্যবসার মাধ্যমে হাসিল হয়।" অর্থাৎ, মানুষ যত অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, তার মধ্যে অর্থেক উপার্জন হয় ব্যবসার মাধ্যমে আর অর্ধেক হয় অন্যান্য সব মাধ্যম দ্বারা। ইসলামী শরীয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এত হুকুম –আহকাম বর্ণিত আছে, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণিত

হয় নি। তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা-কাটা করি। সেই হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যবসায়ীদের সাথে লেন দেনের সম্পর্ক রয়েছে। যদি ব্যবসায়ীরা আমানাতদারী ও সততার পরিবর্তে, ক্রেতাদের সাথে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করে, তবে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত ও লোকসানের সম্মুখীন হবে। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাবসায়ীদেরকে সততা অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে সতর্ক করেছেন।

সুনানে তিরমিযীর ১২১০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত রিফাআ' (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদ ময়দানে রওয়ানা হয়েছিলেন, নবীজি লোকেদের কেনা-বেচায় লিপ্ত দেখে তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলেছিলেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ! তারা নবীজির আহবানে সাড়া দেয় এবং নিজেদের ঘাড় ঘুরিয়ে নবীজির দিকে তাকায়। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

“কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে ফাসিক বা পাপাচারীরূপে উঠানো হবে, তবে যারা সঠিক পন্থায় ব্যবসা করে ও সততা অবলম্বন করে তারা পাপাচারীদের অন্তরভুক্ত হবে না।”

ভাই সকল ! অনেক ব্যবসায়ী এমন আছে, যারা ক্রেতাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। উদাহরণ সরূপ, দরদাম করার সময় বলে থাকে, এ দামে আমার মাল কেনা আসে নি। অথবা যে দামে মাল কিনেছে, ক্রেতাদের কাছে তার চেয়ে বেশি দামে কিনেছে বলে জানায়। অনেকে তো ক্রেতাদের সামনে মিথ্যা কসম খায় ! এ কারণে ক্রেতারা ধোঁকায় পড়ে যায়। এভাবে যারা মাল-দ্রব্য বিক্রয় করে, পরকালে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

মনে রাখবেন, শত চেষ্টা বা প্রতারণা করেও ভাগ্যে যে পরিমান রুযী লেখা আছে, তার চেয়ে কিঞ্চিত পরিমাণও বেশি রুযী কেউ সংগ্রহ করতে পারবে না। মিথ্যা কথা বলে বা ধোঁকা দিয়ে মাল বিক্রয় করলে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে

হয়ত বেশি লাভ হচ্ছে বলে মনে হতে পারে বা বেশি পরিমাণ মাল বিক্রয় হতে পারে, কিন্তু তাতে কোন বরকত হয় না।

ব্যবসার সময় শয়তান হাযির হয়ঃ

হযরত ইবনে আবী গাযারা (রযি) বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমদের কাছে নিকট এসে বলেছিলেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ! ব্যবসায়িক লেনেদেনের সময় শয়তান ও পাপ এসে হাযির হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসার সাথে দান-সাদাকাও যুক্ত করে নাও।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মাল বিক্রয় করার সময় শয়তান হাযির হয়ে ব্যবসায়ীকে প্রতারণায় উদ্ধুদ্ধ করে, গোনায় লিপ্ত করার চেষ্টা করে। অতএব এ ব্যাপারে সাবধান থাকা দরকার।

সত্যবাদী ও আমানাতদার ব্যাবসায়ীর ফযীলতঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সতর্কবার্তা

দিয়েছেন, অনুরুপ ভাবে যারা সততা ও আমানাতদারীর সাথে ব্যবসা করে, তাদের জন্য সুসংবাদও দিয়েছেন। নবীজি বলেছেনঃ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

“সত্যবাদী, আমানাতদার, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়মতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। ” সুনানে তিরমিযীর ১২০৯ নম্বরে সাহাবী আবূ সাঈদ (রযি) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন এলাকায় মাল এনে সাওয়াবের আশায় ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি শহীদের সাওয়াব পায়। ‘ইসলাহুল মাল’ কিতাবের ২৫০ নম্বরে হাদীসটি লেখা আছে।

জমি চাষ করার ফযীলতঃ

জীবিকা উপার্জনের আর একটি মাধ্যম হল, ক্ষেত বা জমিতে চাষ-আবাদ করা। মানুষের খাদ্য-খোরাক ও

যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়। কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন রকম খাদ্য-শস্য ও ফল-মূল উৎপন্ন করেন। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতকে জমীনে চাষ-আবাদ ও গাছ-গাছালি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছেন। মদীনায় হিজরতের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ সাহাবাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা পশু বা চতুষ্পদ জন্তু লালন-পালন করতে ভাল বাস। আর এমন এলাকায় বসবাস করছ, যেখানে বৃষ্টি কম হয়। সুতরাং তোমরা পশু পালন কম কর। জমিতে চাষ কর। কেননা চাষে বরকত রয়েছে। ইসলাহুল মাল কিতাবের ২৯৯ নম্বরে এ হাদীসটি হযরত আলী (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু মা'বাদ রযিয়াল্লাহু আনহার বাগানে প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে উম্মু মা'বাদ ! এ গাছ কে

লাগিয়েছে? কোন মুসলিম না কোন কাফির? তিনি বলেন, একজন মুসলিম লাগিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা পাখী খেলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্যে সাদাকাহ স্বরূপ থাকবে।”

আর এক বর্ণনায় আছে, হযরত জাবির (রযি) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম গাছ লাগাল বা ক্ষেত চাষ করল, আর তা থেকে হিংস্র জন্তু, কিংবা পাখী অথবা অন্য কিছুতে খেলে বা ছুরি হয়ে গেলে, এর জন্যে সে সাওয়াব পাবে। সহীহ মুসলিমের ১৫৫২ নম্বরে এ হাদীস দু’টি বর্ণিত আছে।

মোট কথা, আমরা যদি শরীয়তের হুকুম পালন করে অর্থ উপার্জন করি, তবে এটাও আমাদের জন্য ইবাদত স্বরূপ গণ্য করা হবে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে ইবাদত উপাসনার পাবন্দী

করে হালাল পন্থায় রুযী সংগ্রহ করার তওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ

হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবা